পুনরায় শুরু করা

হগয় ১ অধ্যায় ১-৪ পদ

গত রবিবার আমরা দয়ালু শমরীয়ের কাহিনী থেকে ''ফিরে দেখা'' শিরোনামে প্রভুর বাক্যের প্রচার শুনেছি। সেই প্রচারে আমরা পথে দস্যুদের হাতে আহত পথযাত্রীর প্রতি সেই শমরীয়ের আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ৪টি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলাম: **(১) সে ঝুঁকি নিয়েছিল, (২) সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিল, (৩) তার মূল্যবান সময় দিয়েছিল, (৪) তাঁর মূল্যবান অর্থ ব্যয় করেছিল**। তার স্থানে যদি আমরা হতাম, আমরা সাধারণত যে সমস্ত অজুহাত দেখিয়ে সেই আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করা থেকে বিরত হতাম, সে সেই সমস্ত অজুহাতের বিপরীতে কাজ করেছিল। মার্টিন লুথার কিং-এর ভাষায়, সেই যাজক বা লেবীয়ের মতো আমরা যখন এমন প্রশ্ন করি, *"আমি যদি একে সাহায্য করি, আমার কী হবে?* তখন সেই শমরীয় প্রশ্ন করেছিল, *আমি যদি একে সাহায্য না করি, এর কী হবে?* এই কাহিনীকে ভিত্তি করে, আমরা আত্ম-সমীক্ষার সময় বেছে নিয়েছিলাম। আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, ২০১৩ সালে আমরাও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলাম। আর তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বা শপথ গ্রহণ করেছিলাম, ২০১৪ সালে আর সেই সমস্ত অজুহাত দেখানো নয়, কিন্তু দয়ালু শমরীয়ের ন্যায়, প্রভুর গৌরবার্থে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব!

আজ আমরা পুরাতন নিয়ম থেকে যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে সেই দয়ালু শমরীয়ের বিপরীতে আমরা সেই সমস্ত ইস্রায়েলীদের দেখতে পাচ্ছি, যারা অজুহাত দেখিয়েছিল। তারা শক্ত মনে কাজে হাত দিয়েছিল, কিন্তু পরে সেই কাজ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বেশিদিন কাজ করতে পারিনি। তারা বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে তাদের সেই সিদ্ধান্ত পালন থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল। আর তাই, আজ আমরা হগয় ১:১-৪ পদ থেকে নিজেদের দেখতে চলেছি, আমরাও কি নতুন বৎসরের সিদ্ধান্তকে কিছু দিনের মধ্যে ভুলে যাব? না কি, তা মনে রাখব ও তা পালন করতে আমরা সর্বস্ব ব্যয় করব?

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে আমাদের প্রয়োজন, এই ঘটনার প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঠিক উপলব্ধিই আমাদের এই ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। তাই, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর নিজেকে কীভাবে প্রকাশ করেছেন, তা আমি ছোট করে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। আমরা অব্রাহামকে দিয়ে শুরু করতে পারি। অবিশ্বাসী প্রতিমাপূজকদের মধ্য থেকে ঈশ্বর **অব্রাহামকে** মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁর কাছে তিনি এক দেশ ও এক জাতি দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বৃদ্ধ অব্রাহাম ও তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী সারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে অলৌকিকভাবে একটি সন্তান লাভ করেছিল, যার নাম **ইস্হাক**। ইস্হাক পরে **যাকোবকে** জন্ম দিয়েছিল, যাকোব আবার ১২ পুত্রের পিতা হয়েছিল। যাকোবের এই ১২ পুত্রদের থেকেই **ইস্রায়েলের ১২ বংশ** উৎপন্ন হয়েছিল। ঘটনাক্রমে কিন্তু তাদের বংশধররা ৪০০ বৎসরের জন্য **মিসরে বন্দিদশা** ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল। শেষে তারা **মোশির নেতৃত্বে** মিসরের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং ঈশ্বর তাদেরকে বিভিন্ন বিধান দেন। এই সময় তিনি তাদেরকে আবাসতাম্বুতে কীভাবে ঈশ্বর আরাধনা করতে হবে, তা-ও তাদের শিক্ষা দেন।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার পর, প্রথমে ঈশ্বর তাদের বিভিন্ন **বিচারকর্তাদের** দেন এবং তারপর তাদের যাচনা অনুসারে তিনি তাদের ৩ জন রাজা দেন। সেই ৩ রাজার নাম ছিল **শৌল, দায়ূদ** ও **শলোমন**। ঈশ্বর আরাধনার জন্য দায়ূদ একটি স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তা করতে পারে না, পরিবর্তে সেই সৌভাগ্য তার পুত্র শলোমনকে দেওয়া হয়েছিল। শলোমন দৃষ্টিনন্দনকারী জেরুশালেম মন্দির নির্মাণ করেছিল, এবং সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে ইস্রায়েলের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু তারপর থেকে অবস্থান অবনতি শুরু হয়। শলোমনের মৃত্যুর পর সেই রাজত্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তরের রাজ্য **'ইস্রায়েল'** নামে ১০ বংশকে নিয়ে গড়ে ওঠে। আর দক্ষিণের রাজ্য **'যিহুদা'** নামে ২ বংশকে নিয়ে গড়ে ওঠে, পরবর্তীকালে এদের থেকেই **'যিহুদী' বা 'ইহুদি'** নাম এসেছে। এরপর অবাধ্যতার কারণে উত্তরের রাজ্য, তথা **'ইস্রায়েল'** অসরীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়, পর্যদস্ত হয়, এমনকি অন্যত্র

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

স্থানান্তরিত হয়; ফলস্বরূপ, তারা **"ইস্রায়েলের হারানো ১০ বংশ"** নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণের ২ বংশ এই সমস্ত ঘটনা নিজেদের চোখে দেখেও ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও পাপের জীবন অব্যাহত রাখে। ঈশ্বর তাদের পাপের বিচার করেন, যখন তিনি পরজাতি **ব্যাবিলনীয়দের** এনে জেরুশালেম নগর ও মন্দিরকে ধ্বংস করেন ও ইহুদিদেরকে বন্দি করে ব্যাবিলনে, অর্থাৎ বর্তমানকালের ইরাকে নিয়ে যান।

কিন্তু ঈশ্বরের বিভিন্ন ভাববাদী এই বলে ভাববাণী করেছিল যে, ইহুদিদের এই ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা তাদের জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে না; ৭০ বৎসর পরে তারা নিজেদের দেশে ফিরে আসবে। সেই ভাববাবণী অনুসারে, ঈশ্বর ব্যাবিলনীয়দের শাস্তি দিতে পারস্য সাম্রাজ্যকে তোলেন, যারা ব্যবিলনীয়দের পরাজিত করে, এবং তাদের রাজা কোরস তার রাজত্বের সমস্ত বন্দিদের নিজেদের দেশে ফিরে যাবার আদেশ ঘোষণা করে। ফলস্বরূপ, **ইহুদিরা ৩ ধাপে ইস্রায়েলে ফিরে যায়**। প্রথম দলে প্রায় ৫০,০০০ ইস্রায়েলী যিহুদিয়াতে ফিরে যায় এবং **সরুব্বাবিলের** নেতৃত্বে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গের বেদি পুনরায় নির্মাণ করে ও বলিদান পুনরায় শুরু করে। ২ বৎসর পর তারা মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের কাজ শেষ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা এই কাজে তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, এবং এই কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হয়। ঈশ্বর তখন তাদেরকে সেই কাজে উৎসাহ দান করতে, তাদের মধ্যে **হগয়** ও **সখরিয়** ভাববাদীকে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে, তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা ফিরেয়ে আনতে ঈশ্বর **ইস্রাকে** এবং জেরুশালেম নগরের প্রাচীর নির্মাণ করতে ঈশ্বর তাদের মধ্যে **নহিমিয়কে** প্রেরণ করেন।

ইস্রায়েলের জীবনে এই ব্যাবিলনীয় বন্দিদশাকে কেন্দ্র করে ঈশ্বর অনেক ভাববাদীকে প্রেরণ করেছিলেন: একদল ভাববাদী এই বন্দিদশার পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল, যারা এর পূর্বাভাষ দিয়েছিল; অন্যদলের ভাববাদীরা বন্দিশার সময় ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়েছিল; আর তৃতীয় দলের ভাববাদীরা বন্দিদশার পর ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত করেছিল। ১৬ বৎসর পর ঈশ্বর হগয়কে পাঠিয়েছিলেন, যে ৫ মাসে ৪বার ঈশ্বরের বাক্য তাদের কাছে উপস্থিত করেছিল। তার মাধ্যমে ঈশ্বর যে বাক্য ইস্রায়েলীদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন, তার বিষয়বস্তু খুবই পরিষ্কার: যে কাজের শুরু হয়েছিল, তা শেষ করার সময় উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য প্রথম বিষয়কে প্রথম স্থান দিতে হবে।

আসুন, আমরা ১ পদ দেখি। এখানে ***"সদাপ্রভু"*** নামের দ্বারা ঈশ্বরকে চুক্তি-পূর্ণকারী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। ***"প্রথম দিন"*** বলতে এখানে ঈশ্বর আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট সেই দিনকে নির্দেশ করা হয়েছে, আর তাই সেদিন অনেক মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হগয় যখন সেই সমবেত মানুষের সামনে ঈশ্বরের এই বাক্য তুলে ধরেছিল, সে তখন ঝোপ-ঝাড়ে পূর্ণ মন্দিরের ভিত্তির কাছে দাঁড়িয়ে তা বলেছিল। সেই সময় ***সরুব্বাবিল*** ছিল তাদের প্রশাসনিক নেতা ও ***যিহোশূয়*** ছিল তাদের আধ্যাত্মিক নেতা। ঈশ্বরের এই বাক্য প্রথমে সেই সমস্ত নেতার কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

২ পদে, হগয় তাদের অজুহাত সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কী বলেন, তা তুলে ধরেছে, ***"বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন।"*** এই কথা হগয়ের নিজের পরামর্শ নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের কথা। এখানে ঈশ্বরকে ***"বাহিনীগণের সদাপ্রভু"*** বলা হয়েছে, যার অর্থ, তিনি স্বর্গের সমস্ত সৈন্য তথা দূতদের সেনাপতি। এখন, যে সমস্ত ইস্রায়েলীর উদ্দেশে হগয় ঈশ্বরের এই কথা পৌঁছে দিয়েছিল, তারা যথেষ্ট বাহবা পাবার যোগ্য ছিল। কারণ, যখন অনেক ইহুদি ব্যাবিলনে স্থায়ীভাবে থাকবার পরিকল্পনা করেছিল, পুনরায় যিহুদিয়াতে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল, তখন এই সমস্ত ইস্রায়েলী ইস্রায়েলে ফিরে এসে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। ইস্রায়েলের ফিরে এসে তারা কাজ শুরু করেছিল, তারা মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণও করেছিল। যদিও বাধা এসেছিল (ইস্রা ৩:৮-১৩; ৪:১-৫, ২৪), তথাপি তারা সেই কাজ চালয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, পারস্য রাজ কোরস, যে তাদের প্রতি এত করুণা প্রদর্শন করেছিল, সে যখন মারা যায়; এবং তার স্থানে যে রাজা আসে, সে মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করতে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল।

খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে, আমরাও সর্বদা সমস্যার মুকাবিলা করে চলেছি; সমস্যা ও নিরুৎসাহ কখনও আমাদের পিছু ছাড়ে না। আমরা যদি চাই যে, আগে সমস্ত পথ পরিষ্কার হবে, তারপর আমরা এগিয়ে যাবে, তাহলে আমরা কখনও এগোতে পারব না, আমাদের অপেক্ষা করতে করতেই শেষ করতে হবে। তাই, প্রথমে আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে, কারণ হিতোপদেশ ৪:২৩ পদে বলা হয়েছে, ***"সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কারণ তা থেকে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জীবনের উদগম হয়।'' আসুন, সেদিন প্রভুর সেই বাক্য থেকে দুটি শিক্ষা বৎসরের শুরুতে আমরা গ্রহণ করি!

১। আসুন, সময় নষ্ট না করে, এগিয়ে যাই: যদিও সেই সময় তাঁর প্রজারা কয়েকটি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, তথাপি, ঈশ্বর তাদের অজুহাতকে উপেক্ষা করেছেন। ২ পদে বলা হয়েছে, *''এই লোকেরা বলছে, সময়, সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময়, উপস্থিত হয়নি।''* ঈশ্বর এখানে তাদের *''আমার প্রজা''* নামে অভিহিত করার পরিবর্তে *''এই লোকেরা''* বলেছেন। এর অর্থ, তারা তাঁর প্রজা হিসাবে কাজ করছিল না, বিগত ১৬ বৎসর তারা সেই মন্দির নির্মাণের কাজে হাত গুটিয়ে বসেছিল।

এখন, তাদের মধ্যে একজনও এমন দাবি করেনি যে, ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের কোনও গুরুত্ব বা প্রয়োজন নেই। তা নির্মাণের গুরুত্ব থাকলেও, তাদের চিন্তায় তা নির্মাণ করার সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। এ কথা আমাদের সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য। আমরাও যখন কোনও কাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, তখন তা পরে করার কথা বলে থাকি, পরের মাসে, পরের বৎসরে, ইত্যাদি। কিন্তু সময় থেমে থাকে না, সেই সময় কখনও আসে না।

অবশ্য তাদের সেই চিন্তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও ছিল। তারা এমন কথা বলতে পারত: আমি মন্দির নির্মাণের বিপক্ষে নই, কিন্তু সময়টা উপযুক্ত নয়। আমরা অর্থানতিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছি। এখন, আমাকে অন্য বিষয়ে মন দিতে হবে, কারণ তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার ক্ষেত বা আমার বাড়ির কাজ শেষ হলেই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের কাজে হাত দেব। আমরাও বতিক্রম নই, অনেক অজুহাত আমরা দিয়ে থাকি: (১) সারা সপ্তাহ কত ব্যস্ততার পর রবিবারে একটু বিশ্রাম নিই। (২) মণ্ডলীতে যারা আসে, তারা কী ধরণের লোক, তা আমি ভালো করে জানি। সব ভণ্ড। (৩) এখন, আইপিএলের খেলা চলছে, কী করে যাব? এটা শেষ হোক, তারপর যাব। (৪) এখন পরীক্ষা চলছে। (৫) নতুন চাকরি পেয়েছি, প্রথমে একটু সামলে নিই, তারপর যাব। (৬) মণ্ডলীতে আসলে আমার মা-বাব অসন্তুষ্ট হন। (৭) প্রথমে আমার পড়াশুনা শেষ হোক, তারপর আমি সম্পূর্ণভাবে প্রভুর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করব। আমাদের অজুহাতের কোনও শেষ নেই। কিন্তু আমরা যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করি, তাহলে উপলব্ধি করি যে, যদি কোনও দোষ না থাকত, তাহলে কি আমরা এই সমস্ত অজুহাত দেখাতাম? আমরা জ্ঞানপাপী। আমরা আমাদের দোষ জানি, আর তা ঢাকা দিতে এতো অজুহাতের অবতারণা করে থাকি।

২। আমাদের আনন্দ নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিই: ঈশ্বর কিন্তু তাদের সেই অজুহাত শুনে মেনে নেননি, পরিবর্তে তিনি যা বলেছেন, তা তাদের হৃদয়ে করাঘাত করেছে। কারণ, তারা যে সেই কাজে অক্ষম ছিল, তা নয়; পরিবর্তে তারা সেই কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল। আসুন, ৩-৪ পদ দেখি, *''তখন হগয় ভাববাদী দ্বারা সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হল; এই কি তোমাদের নিজের নিজের ছাদ আঁটা গৃহে বাস করবার সময়? এই গৃহ তো উৎসন্ন রয়েছে।''* এই কথার মধ্যে একদিকে তাদের *''ছাদ আঁটা গৃহ,''* আর অন্যদিকে, *''সদাপ্রভুর উৎসন্ন গৃহকে''* তুলনা করা হয়েছে। তারা কেবল তাদের *''নিজের নিজের''* বিষয় নিয়ে ব্যস্ত; সদাপ্রভুর বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।

এখানে, যে *''ছাদ আঁটা গৃহের''* কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা সেই সমস্ত বিলাসবহুল সুন্দর গৃহকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা এরস কাঠ দিয়ে তৈরী করা হত (১ রাজা ৭:৭)। হতে পারে, যে সমস্ত এরস কাঠ সেই মন্দির নির্মাণের জন্য যোগার করা হয়েছিল, এখন তা তারা তাদের নিজেদের বাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করছে। ইষ্রা ৩:৭ পদ থেকে আমরা জানি যে, পারস্যরাজ কোরস সেই মন্দির পুনরায় নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ ও অর্থের সংস্থান করেছিলেন। তখনকার দিনে সাধারণত পাথর দিয়েই তাদের গৃহ নির্মিত হত, কিন্তু তাদের গৃহ হয়ত এরস কাঠ দিয়ে তৈরী করা বিলাসবহুল গৃহ ছিল। কিন্তু সদাপ্রভুর গৃহ তখন *উৎসন্ন* হয়ে পড়ে আছে। তারা যখন তাদের নিজেদের গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত, তখন সদাপ্রভুর গৃহ ধ্বংসস্থান হয়ে পড়ে আছে।

তারা কীভাবে বলে যে, সময় উপস্থিত হয়নি, যখন সদাপ্রভু নিজে কোরসের ন্যায় একজন অবিশ্বাসী রাজার মনকে পরিবর্তিত করেছেন, যার নির্দেশে তারা দেশে ফিরেছে ও কাজ শুরু করেছে। সেই অবিশ্বাসী রাজা সেই মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ ও দ্রব্যও দান করেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের বিষয় তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা চিন্তা ছিল না। তারা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কেবল তাদের নিজেদের সুখ, ভোগ-বিলাস নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তাদের এই আচরণ ছিল রাজা দায়ূদের আচরণের ঠিক বিপরীত, কারণ ২শমূয়েল ৭:২ পদে দায়ূদ নাথন ভাববাদীকে এমন কথা বলেছিল, *"দেখুন, আমি এরস কাঠের গৃহে বাস করছি, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক যবনিকার মধ্যে বাস করছে।"* পরবর্তীকালে দায়ূদ এই কথা তার ১৩২:৩-৫ পদে বলেছে, *"আমি নিজ গৃহ-তাম্বুতে প্রবেশ করব না, নিজ শয়ন-খট্টায় উঠব না; আমি নিজ চক্ষুকে নিদ্রা যেতে দেব না, চক্ষুর পাতাকে তন্দ্রা মগ্ন হতে দেব না, যাবৎ দেখতে না পাই, সদাপ্রভুর জন্য এক স্থান, যাকোবের এক বীরের নিমিত্ত এক আবাস।"*

তাদের যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই কাজ থেকে তাদের হাত গুটিয়ে বসেছিল। এই কাজের জন্যই তাদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। আজ যদি আমরা নিজেদের দিকে তাকাই, তাহলে আমরাও কি আমাদের মধ্যে সেই একই ছবি দেখতে পাই না? আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁকে উপভোগ করা। তাঁকে জানা ও অন্যদের কাছে তাঁকে জানানো। সেই জন্যই আমাদের উপস্থিতি।

কিন্তু তাদের মতো আমরাও স্বার্থপর জীবন যাপন করে চলেছি। আমরা যদি না, ফিরে দেখি, আত্মসমালোচনা করি, আমরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সহজেই স্বার্থপর জীবনে মগ্ন হতে বাধ্য হব। তাই, নতুন বৎসরের শুরুতে আসুন আমরা নিজেদের সেই প্রশ্ন করি: ঈশ্বর কেন আমাকে এই নতুন বৎসর দেখতে সুযোগ দিলেন, এই নতুন বৎসরে ঈশ্বর আমার দ্বারা কী করতে চান? ঈশ্বর চান, আমরা যেন আজ ২টি শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রহণ করে নতুন বৎসর নতুন করে শুরু করি: (১) সময় নষ্ট না করে, এগিয়ে চলি, ও (২) আমাদের আনন্দ নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিই।

সেদিন ইস্রায়েলীরা এমনভাবে তাদের জীবন যাপন করছিল, যা দেখে মনে হতে পারে যে, তারা ভেবেছিল, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বা তাদের জীবনের কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, তারা সুখী হতে পারে। কিন্তু সেই চিন্তা কি ঠিক ছিল? ৬ পদে বলা হয়েছে, *"তোমরা অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছ, আহার করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, পান করেও আপ্যায়িত হচ্ছ না, পরিচ্ছদ পরেও উষ্ণ হচ্ছ না, এবং বেতনজীবি লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।"* ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে, তাঁর ইচ্ছাকে জেনেও পালন না করে, তারা তাদের নিজেদের যে সুখের চেষ্টা করেছিল, তা কিন্তু তারা কখনও লাভ করতে পারেনি। একইভাবে, আমরাও খুবই সহজে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জীবন যাপন করার বিপথে পরিচালিত হতে পারি। আমরা যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করি, তা নয়; কিন্তু তাঁর গুরুত্বকে, তাঁর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে চলেছি। সেদিন হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যেমন তাদের 'লাল-সঙ্কেত' দিয়েছিলেন, আজ প্রভুর এই বাক্য আমাদের সেই একই সঙ্কেত দিচ্ছে। আমরা কী করব? আমরা যদি খ্রীস্টকে জেনে থাকি, আমরা একদিন তাঁর কাছে আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত অঙ্গীকার করেছিলাম। তখন আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশি উৎসাহী ছিলাম, তাঁর বাক্য প্রতিদিন পড়তাম, মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে সর্বদা এগিয়ে আসতাম। কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলাম- মণ্ডলীর কোনও বিশ্বাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগত মতোবিরোধ তৈরী হল, হাজার প্রার্থনা করেও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান পেলাম না- আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, চাকুরী, ব্যবসা, বিনোদন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঈশ্বর এবং মণ্ডলী দ্বিতীয় বিষয়ে পরিণত হল, তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হল। অবশ্য, তার মানে এই নয় যে, মণ্ডলীতে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছি। না, তা নয়, সময় হলে আমি মণ্ডলীতে আসি, প্রার্থনা করি, দান দিই। একটু ধর্মকর্ম না করলে চলে না, তাই করি। আগের মতো আর সময় নেই, সংস্থানও নেই, তাই মণ্ডলীর কাজের সঙ্গে তত বেশি যুক্ত নই। এই যদি আমাদের পরিস্থিতি হয়ে থাকে, তাহলে, আমরাও সেই ইস্রায়েলীদের মতো ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিজের নিজের গৃহকে স্থান দিয়েছি।

আসুন, আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করি। অজুহাত দেখানোর পরিবর্তে, পরিবর্তিত হই। সময় নষ্ট না করে, এগিয়ে যাই; ব্যক্তিগত আনন্দের উপরে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্থান দিই। তিনি সার্বভৌম, কোনও সমস্যাই তাঁর কাছে চূড়ান্ত সমস্যা নয়। তাঁতে আস্থা রেখে, আসুন নতুন বৎসর নতুন ভাবে শুরু করি। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করি, *"আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"* (মথি ২৮:২০); *"আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়ব না, ও কোনক্রমে তোমাকে ত্যাগ করব না"* (ইব্রীয় ১৩:৫)। মনে রাখব, *"যীশু খ্রীস্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন"* (ইব্রীয় ১৩:৮)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com